JAN 8

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি'র সৃষ্ট জটিলতায় নয়া ভিসি মহাসঙ্কটে

ইঃবিঃ রিপোর্টার ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর মুহাম্মদ কায়েস উদ্দীনের সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, গ্রুপিং, বিশৃংখলা ও আওয়ামীকরণের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নানাবিধ কৃত্রিম জটিলতায় মহাসঙ্কটের পড়েছে নতুন ভিসি প্রফেসর মুঃ লুৎফর রহমানের প্রশাসন। ফলে দলীয় প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জটিলতায় প্রশাসনিক কাজে চরম স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনিক বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ভিসি কায়েস উদ্দীন তার কার্যকালের ৩ বছরে দলীয়করণ, দুর্নীতি-অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৩ জন শিক্ষক, ৩২ জন কর্মকর্তা, ৪৯ জন সহায়ক কর্মচারী এবং ৬৭ জন সাধারণ কর্মচারীকে নিয়োগ দিয়েছেন। সার্কুলার ব্যতীত পদের অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা হলেও অনুমোদন না থাকায় নিয়োগকৃত ব্যক্তির বেতন সরকারীভাবে বরাদ্দ না হওয়ায় তিনি অন্যান্য খাতের টাকা দিয়ে এসব চালিয়েছেন। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে টাকা ঋণ নেয়ার ফলে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরীতে বই সমস্যায় ভুগছে। ভিসি'র জন্য ক্যাম্পাসে কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিলাসবহুল বাসভবন নির্মিত হলেও তিনি লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে কুষ্টিয়ায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন। উপাচার্যের ইচ্ছামত, অনানুষঙ্গিক ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের কারণে বর্তমানে প্রায় আড়াই কোটি টাকা বাজেট ঘাটতিতে দাঁড়িয়েছে। এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করে কোনমতে প্রশাসনিক কাজ-কর্ম চলছে। তীব্র অর্থসঙ্কটের কারণে বিশ্ববিদ্যারয়ের ট্রেজারী ও দফতর কার্যক্রম পরিচালনায় চরম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অবৈধ প্রমোশনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সাবেক ভিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ২০টির মত মামলা ঝুলছে কুষ্টিয়ার আদালতে। এসব মামলা পরিচালনা করতে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তেমনি মামলার কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন জটিলতায় প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে রয়েছে। মামলা-পাল্টা মামলার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু হলে কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। ফলে উদ্বোধনের দীর্ঘ এক বছর পরও হলটি চালু না হওয়ায় হলে সীটপ্রাপ্ত ছাত্রদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভিসি কায়েস উদ্দীনের সৃষ্ট শিক্ষকদের মাঝে তীব্র গ্রুপিং, লবিং-এর কারণে উক্ত হলের প্রভোস্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন নতুন ভিসি। অভিযোগে জানা যায়, সাবেক ভিসি সমর্থক কিছু শিক্ষক-কর্মকর্তা বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি করে নতুন ভিসি'র প্রশাসনকে বিপাকে ফেলতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন ভিসিকে চরম অস্বস্তির মুখে রেখে প্রোভিসি হিসেবে নিয়োগ পেতে বঙ্গবন্ধু পরিষদের কিছু শিক্ষক এ ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছেন বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সাবেক ভিসি কায়েস উদ্দীনের সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গত ১৪ অক্টোবর সৃষ্ট চরম অস্থিতিশীল পরিবেশে তাকে সরিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর মুঃ লুৎফর রহমানকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। গত ১৯ অক্টোবর তিনি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।